যুগান্তর

তারিখ 22 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

ইংরেজি শিক্ষা ও শিক্ষক সংকট

দেশে ইংরেজি শিক্ষার সমস্যা খুবই প্রকট। সেই সঙ্গে রয়েছে যোগ্য ও দক্ষ ইংরেজি শিক্ষকের সংকট। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হল ইংরেজি। তাই এর গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার ভিত খুবই দুর্বল। এজন্য দায়ী দক্ষ ও অভিজ্ঞ ইংরেজি শিক্ষকের অভাব এবং ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের বাস্তবধর্মী দুর্বল ব্যবস্থাপনা। জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তর থেকে স্নাতক (পাস ও অনার্স) শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি বিষয় বাধ্যতামূলক হলেও আজও আমাদের দেশে ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের পদ্ধতিগত দুর্বলতা রয়েই গেছে। ঢাকাসহ বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে ইংরেজি মাধ্যমে পরিচালিত গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠান ছাড়া দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি কেবল পরীক্ষা পাসের বিষয় হিসেবেই পড়ানো হয়। শুদ্ধভাবে ইংরেজি বলা, লেখা ও বাস্তব ক্ষেত্রে তা ব্যবহারের কোন পদ্ধতি নেই। অফিস-আদালতে ব্যবহার করা হয় সেই ব্রিটিশ আমলে শেখানো কিছু গৎবাঁধা বুলি। কিন্তু কালের প্রবাহে ইংরেজি ভাষার যে আধুনিক ব্যবহার উদ্ভাবন হয়েছে তা আমাদের দেশে তেমন একটা লক্ষ্য করা যায় না। ইংরেজি ভাষার ভিত শক্ত করতে ইংরেজি ভীতি দূর করতে হবে প্রথমে এবং তা শুরু করতে হবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর থেকেই। ভাবতে অবাক লাগে কলেজপড়ুয়া অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই শুদ্ধভাবে নিজ থেকে ইংরেজি শব্দ বা বাক্য বলতে ও লিখতে পারে না। পাঠ্যপুস্তক বা গাইড বইয়ের বাইরে কোন বাক্য তৈরি করতে জানে না। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে দশ বছর ইংরেজি পড়েও বাস্তবক্ষেত্রে ন্যূনতম ইংরেজি ভাষার ওপর দখল নেই অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর। কলেজে এসেও একই কায়দায় পরীক্ষা পাসের সহজ পথ খোঁজে। কিন্তু কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি ক্লাসের ইংরেজির যে সিলেবাস সেখানে ইংরেজি বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথে তা সমাধান করা কঠিন বৈকি। তাই স্বাভাবিকভাবেই পরীক্ষায় ফলাফল বিপর্যয় ঘটে। ইংরেজি শিক্ষার দৈন্যদশার মূল কারণ দেশে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ইংরেজি শিক্ষক সংকট। অধিকাংশ স্কুল-কলেজে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই। ডিগ্রি পর্যায়ে যেখানে একটি কলেজে তিন বা চারজন ইংরেজি শিক্ষক প্রয়োজন সেখানে রয়েছে একজন বা দুজন। অনেক সরকারি কলেজেও একই সমস্যা বিদ্যমান। পুনঃ পুনঃ বিজ্ঞপ্তি দিয়েও পাওয়া যাচ্ছে না যোগ্যতাসম্পন্ন ইংরেজি শিক্ষক। আর্থিক সচ্ছলতার গ্যারান্টি না থাকায় অনেকেই শিক্ষকতা পেশায় না এসে চলে যায় লোভনীয় বেতন ও বাড়তি উপার্জন করা যায় এমন সব চাকরিতে। তাই এ সমস্যা সমাধানে নিয়োগবিধি কিছুটা শিথিল করে এবং ইংরেজি শিক্ষকদের জন্য বর্ধিত বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ খুবই জরুরি বলে আমরা মনে করি।

এমএ হামিদ খান
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ, আসিয়া হাসান আলী মহিলা কলেজ, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল